গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন শাখা
www.fid.gov.bd

বিষয়: আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের 'নৈতিকতা কমিটি'র ২০-০৬-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ১১তম সভার (২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৪র্থ সভা) কার্যবিবরণী।

সভাপতি	: জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
তারিখ	: ২০ জুন, ২০১৭, সকাল ১১:০০ টা
স্থান	: অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (কক্ষ নং-৩৩১, ভবন নং-৭) বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
উপস্থিতি	: পরিশিষ্ট: **'ক'**

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নৈতিকতা কমিটি'র ১১তম সভা (২০১৬-১৭ অর্থবছরের ৪র্থ সভা) ১১ জুন, ২০১৭ তারিখে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব ও কমিটির সভাপতি জনাব মোঃ ইউনুসুর রহমান এর সভাপতিত্বে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

২. সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। তিনি ব্যাংক, বীমা কর্পোরেশন, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

৩. এ বিভাগের নৈতিকতা কমিটির সদস্য সচিব ও অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) কর্তৃক গত ২১-০৩-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত কমিটির ১০ম সভার (২০১৬-১৭ অর্থ বছরের ২য় সভা) কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হলে কোন সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে কার্যবিরণীটি নিশ্চিত করা হয়।

৪. শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭ অর্থ-বছরের কর্ম-পরিকল্পনায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে। সে প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে সরকার 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা-২০১৭' প্রণয়ন করেছে। উক্ত নীতিমালায় নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে এবং শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। নীতিমালাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইট এ (www.cabinet.gov.bd) সংযুক্ত করা আছে।

সচিব মহোদয় 'জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান নীতিমালা- ২০১৭ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থিত সকলের সাথে আলোচনায় করেন এবং সংস্থা প্রধানগণও স্ব স্ব মতামত প্রকাশ করেন।

অতঃপর উপ সচিব (ফোকাল পয়েন্ট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ) পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করেন জানান যে, পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কর্মচারীকে প্রতি অর্থবছরে ন্যূনতম ছয় মাস সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অন্যান্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করতে হবে। কোন কর্মচারীর গুণাবলির সূচকের বিপরীতে প্রাপ্ত সর্বমোট নম্বরের ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী হিসাবে মূল্যায়ন করা হবে। কোন কর্মচারীর মোট প্রাপ্ত নম্বর ন্যূনতম ৮০ না হলে তিনি শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন না। সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত কর্মচারী শুদ্ধাচার পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হবেন। মূল্যায়নের পর একাধিক কর্মচারী একই নম্বর পেলে লটারির ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী নির্বাচন করতে হবে। কোন কর্মচারী যে কোন অর্থবছরে একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩ অর্থবছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না।

উপরোক্ত বিষয়ে সচিব মহোদয় সকলের মতামহ গ্রহণ করেন এবং আলোচনায় জানানো হয়, একাধিক কর্মচারী একই নম্বর পেলে লটারির ভিত্তিতে সেরা কর্মচারী নির্বাচন পদ্ধতি বিবেচনায় না নিয়ে উত্তীর্ণ সকল কর্মচারীকে পুরস্কার প্রদান করা যেতে পারে এবং কোন কর্মচারী একবার শুদ্ধাচার পুরস্কার পেলে তিনি পরবর্তী ৩ অর্থবছরের মধ্যে পুনরায় পুরস্কার পাওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন না এ ধারাটি পরিবর্তন করা যেতে পারে মর্মে উপস্থিত সকলে মতামত ব্যক্ত করেন।

৫। অতঃপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকর্তৃক প্রণীত ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনার নতুন ছকটি এ বিভাগের ফোকালপয়েন্ট কর্তৃক সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি অনুচ্ছেদের উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছকটি পুরনের বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশিকা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে (www.cabinet.gov.bd) বিদ্যমান রয়েছে মর্মে তিনি সভায় জানান। সচিব মহোদয় অত্যন্ত গুরুত্বেরসাথে কর্মপরিকল্পনাটি প্রণয়ন করার জন্য উপস্থিত সংস্থাপ্রধানগণকে অনুরোধ জানান।

উক্ত নীতিমালায় নির্বাচিত কর্মকর্তা-কর্মচারীকে পুরস্কার হিসেবে একটি সার্টিফিকেট ও এক মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের বিধান রয়েছে বিধায় এ সংশ্লিষ্ট বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রসমূহ, মূল্যায়ন পদ্ধতি, পুরস্কার প্রাপ্তির যোগ্যতা নির্ধারণ এবং পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই কমিটি গঠন করতে হবে।

৬। **বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ**

৬.১। পুরস্কার প্রদান নীতিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ঃ

(১) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন ৪(চার)টি নিয়ন্ত্রক সংস্থা যথা- (ক) বাংলাদেশ ব্যাংক, (খ)বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, (গ) বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ এবং (ঘ) মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি এরুপ প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের পুরস্কার প্রদানে কোন কর্তৃপক্ষের নেতৃত্বে বাছাই কমিটি হবে তা নিশ্চিত করতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দিতে হবে।

(২) রাষ্ট্রমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের (সোনালী, জনতা, অগ্রণী, রুপালী ব্যাংক লিঃ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইওগণের উপর ব্যাংকগুলোর রেগুলেটর হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক এর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। এদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানে বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে বাছাই কমিটি হতে পারে সেখানে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের একজন প্রতিনিধি থাকতে পারে। এ প্রস্তাবনাটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সম্মতির জন্য প্রেরণ করতে হবে।

(৩) শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের সূচক এমন কয়েকটি সূচক আছে যেগুলো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে প্রযোজ্য নয়। সেক্ষেত্রে উক্ত সূচকে 'শূন্য' মার্কিং হলে আদর্শ মান ৮০ এর নিচে নেমে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নির্ধারিত ৮০ নম্বর কমানোর কোন সুযোগ রয়েছে কিনা তা জানতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দিতে হবে।

(৪) একই নম্বর পেলে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত না করে প্রত্যেককে মূল্যায়নের সুযোগ প্রদানের প্রস্তাব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।

(৫) বেসরকারী ব্যাংকসমূহ এ পুরস্কারের আওতায় আসবে কীনা এবং পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে বাছাই/মনোনয়ন প্রদানকারী সংস্থা কে হবে তা নিশ্চিত হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পত্র দিতে হবে।

৬.২। শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদানের নিমিত্ত জারিকৃত নীতিমালা অনুসরণে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখতে হবে।

৬.৩। ডিসেম্বর ২০১৭ এর মধ্যে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতদের পুরস্কার প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।

৬.৪। নির্ধারিত নতুন ছকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা জুলাই ১০ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে (ইউনিকোডে সফট কপিসহ ই-মেইল nisfinid@gmail.com এ) এবং স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে উপস্থাপন করতে হবে।

৬.৫। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে সোস্যাল মিডিয়া চালু করতে হবে। ইতোমধ্যে চালু থাকলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনের প্রযোজ্য ধারা মোতাবেক সোস্যাল মিডিয়াসমূহের নিয়মিত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বা/-
২১.০৬-২০১৭

(মোঃ ইউনুসুর রহমান)
সচিব
ও
সভাপতি, নৈতিকতা কমিটি
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

নম্বর - ৫৩.০০.০০০০.২২০.০৬.০০২.১৭/২৮ তারিখ: ২১ জুন ২০১৭

বিতরণ: (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, জীবন বীমা টাওয়ার, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
৩। চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, ৩৭, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা।
৪। এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, ৮ শহীদ সেলিনা পারভীন সড়ক, মগবাজার, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (সকল),আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম-সচিব (সকল),আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৮। সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনতা ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৯। সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রূপালী ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বেসিক ব্যাংক লিমিটেড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৫। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী।
১৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জীবন বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২১। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, আনসার-ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২২। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
২৩। পরিচালক, বাংলাদেশ ইনসিওরেন্স একাডেমী, ৫৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা।
২৪। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং কর্পোরেশন (বিডি) লি., প্রধান কার্যালয়, গাজীপুর।
২৫। নির্বাহী প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, ৩৪ তোপখানা রোড, ঢাকা।
২৬। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ভবন নং-ই-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা।
২৭। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ মিউনিসিপল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, গ্রামীণ ব্যাংক ভবন, লেভেল-১৩, মিরপুর-২, ঢাকা।
২৮। ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন, জেড হাউস, হোল্ডিং ৬/৬, ব্লক-এফ, লালমাটিয়া, ঢাকা।

২২.৬.২০১৭

(মৃত্যুঞ্জয় সাহা)
উপসচিব
ও
শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
ফোন- ৯৫৭৬০৪০
ই-মেইল: nisfinid@gmail.com

নম্বর - ৫৩.০০.০০০০.২২০.০৬.০০২.১৭/২৮ তারিখ: ২১ জুন ২০১৭

অনুলিপিঃ

০১। মন্ত্রিপরিষদ সচিব ,মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
[**দৃষ্টি আকর্ষণঃ** খন্দকার সাদিয়া আরাফিন, সিনিয়র সহকারী সচিব, শুদ্ধাচার ও প্রশাসনিক সংস্কার শাখা]
০২। সচিবের একান্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ।
০৩। প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ (ওয়েবসাইটে উপস্থাপনের জন্য)।
০৪। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
০৫। অফিস কপি/মাষ্টার কপি।

(মৃত্যুঞ্জয় সাহা)
উপসচিব